দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 MAR 2012
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ভৈরবের স্কুলে অতিরিক্ত ফি আদায় নিয়ে সংঘর্ষ শিক্ষার্থীসহ আহত ১০

■ **ভৈরব সংবাদদাতা**

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ভৈরবের সাদেকপুর ইউনিয়নে রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত কোচিং ফি আদায় এবং জোরপূর্বক স্কুল লাইব্রেরি থেকে অতিরিক্ত বই কিনতে বাধ্য করাকে কেন্দ্র করে রসুলপুর ও ভবানীপুর দুই গ্রামের লোকজনের মধ্যে ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে শিক্ষার্থীসহ ১০ জন আহত হয়। এ সময় কয়েকটি সিএনজি চালিত অটো রিকশা ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে আহতদের একজনকে বাজিতপুর জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও অন্যদের ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, ভৈরবের সাদেকপুর ইউনিয়নের রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই কতিপয় শিক্ষক কোচিংয়ের নামে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে জোরপূর্বক অতিরিক্ত কোচিং ফি আদায় এবং স্কুল লাইব্রেরি থেকে বেশি মূল্যে বই কিনতে বাধ্য করে আসছিলেন। এর প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে রসুলপুর ও ভবানীপুর গ্রামের অভিভাবকবৃন্দ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট প্রতিবাদ জানাতে গেলে কতিপয় শিক্ষক তাদের প্রতি অশালীন আচরণ করে তাদেরকে স্কুল থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় ওই স্কুলের শিক্ষকগণ প্রতিবাদকারী অভিভাবকদের মধ্য থেকে দুই জনকে স্কুল রুমে আটকে তালাবদ্ধ করে রাখে। ভৈরব থানা পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আলমগীর হোসেন ও জঈন উদ্দিন, আহম্মদকে আটক অবস্থা থেকে উদ্ধার করে ভৈরব থানায় নিয়ে আসে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেড স্যার আমাদের কোচিং ফি দিতে বাধ্য করেন। না দিলে অকথ্য ভাষায় গালাগালিসহ বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেন। এ ব্যাপারে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক মোবাইল ফোনে কোচিং ফি আদায় ও জোরপূর্বক বই কিনতে বাধ্য করার কথা অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আলতাফ হোসেন জানান, ব্যাপারটি আমি শুনেছি। অতিরিক্ত ফি আদায় আইনত বৈধ নয়। যদি তদন্ত করে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেয়া হবে।